## অষ্টম দার্‌স

## الدرس الثامن

### ‘মাসিক ও নিফাস (প্রসবজনিত রক্ত)

### الحيض والنفاس

মাসিক সেই রক্তকে বলা হয়, যা মহিলার জরায়ু থেকে নির্গত হয়। তা প্রসবেরও নয় এবং কোন রোগের কারণেও নয়। নির্দিষ্ট সময়ে আসে এবং তার মধ্যে দুর্গন্ধ থাকে। আর ‘নিফাস’ হলো সেই রক্ত, যা প্রসবের পর আসে। ঋতুবতী ও প্রসবিনীর জন্য মাসিক ও নেফাসের রক্ত আসা অবস্থায় নামায পড়া ও রোযা রাখা বৈধ নয়। কারণ হাদীসে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ- إِذَا أَقْبَلَتْ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي)) [متفق عليه: ٣٣١-٣٣٣]

**“ঋতু আসলে নামায ছেড়ে দিবে এবং রক্ত আসা বন্ধ হয়ে গেলো শরীর হতে রক্ত ধুয়ে (গোসল ক’রে) নামায পড়বে।”** (বুখারী ৩৩১-মুসলিম ৩৩৩) (মাসিক অবস্থায়) ত্যাগকৃত নামাযগুলি তাকে কাযাও করতে হবে না। তবে যে রোযাগুলি ত্যাগ করেছে, সেগুলি কাযা করতে হবে। মাসিক অবস্থায় কা’বা শরীফের তাওয়াফ করাও জায়েয নয়। মাসিক অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা স্বামীর উপর হারাম। তবে সঙ্গম ব্যতীত তার দ্বারা তৃপ্তি গ্রহণ করা স্বামীর জন্য জায়েয।

ঋতুবতীর কুরআন শরীফ স্পর্শ করাও বৈধ নয়।

রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে সে পবিত্র হবে। পবিত্রতার জন্য গোসল করা তার উপর ওয়াজিব। (পবিত্র হয়ে গেলে) সমস্ত নিষিদ্ধ জিনিস তার জন্য হালাল হয়ে যাবে। যদি নামাযের সময় প্রবেশ হয়ে যাওয়ার পর কোন নারী মাসিক বা নেফাসে আক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে সঠিক উক্তি অনুযায়ী পবিত্র হয়ে যাওয়ার পর তাকে সে নামায কাযা করতে হবে। আর নামাযের সময় শেষ হওয়ার এতটা পূর্বে যদি নারী পবিত্র হয়, যাতে এক রাক’আত নামায পড়া যেতো, তবে তাকে সে নামায আদায় করতে হবে। আর যে নামাযকে অন্য নামাযের সাথে একত্রিত করে পড়া যায়, সেই নামাযের কাযা করা তার জন্য মুস্তাহাব। যেমন, কেউ যদি সূর্যাস্তের এতটা সময় পূর্বে পবিত্র হয়, যাতে এক রাক’আত নামায পড়া যেতো, তাহলে আসরের নামায তাকে কাযা করতেই হবে, কিন্তু তার সাথে যোহর কাযা তার জন্য মুস্তাহাব হবে। আর যদি অর্ধ রাতের পূর্বে কেউ পবিত্র হয়, তাহলে ঈশার নামায তাকে পড়তেই হবে, কিন্তু তার সাথে মাগরিবের কাযা করা তার জন্য মুস্তাহাব।